যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

AUG. 29 2002

সেনবাগে মাদ্রাসার জমি দখলকারীদের সঙ্গে ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

আহত ১৫, গ্রেফতার ১২

সেনবাগ প্রতিনিধি

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার ছাতারপাইয়া ইসলামিয়া কেরামতিয়া দাখিল মাদ্রাসার সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে দোকানঘর নির্মাণকালে দখলদারীদের সঙ্গে স্থানীয় ছাত্র-জনতার এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্তত ১৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার ধাওয়ার মুখে অবরুদ্ধ ১২ জনকে পুলিশ হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী ও থানা পুলিশ জানায়, সোমবার গভীর রাতে ছাতারপাইয়া বাজারের সফিক এন্টারপ্রাইজের কাপড় ও কসমেটিকস্ ব্যবসায়ী সফিকুর রহমান ২০/২৫ জন বহিরাগত নিয়ে ছাতারপাইয়া ইসলামিয়া কেরামতিয়া দাখিল মাদ্রাসার সম্পত্তি দখল করে দোকানঘর নির্মাণ করে। পরদিন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় ছাত্র-জনতা, চেয়ারম্যান, মেম্বার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা দোকানঘরটি তুলে নেয়ার জন্য মঙ্গলবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত দখলকারী ও বহিরাগতদের নেতৃত্বদানকারী সফিকুর রহমানকে আল্টিমেটাম দেন। নির্দিষ্ট সময়সীমার ভেতরে দোকানঘরটি তুলে না নিলে মাদ্রাসার বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তা অপসারণের চেষ্টা করতে গেলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছাত্র ও বহিরাগত দু'পক্ষই মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে সফিকুর রহমানের নেতৃত্বে বহিরাগতরা মাদ্রাসার ছাত্রদের ওপর হামলা চালালে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয় পক্ষের ১৫ জন আহত হয়। গুরুতর আহত মাদ্রাসার ছাত্র আবু সাঈয়দ, সুমন, মামুনুর রশিদকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ছাত্রদের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে স্থানীয় জনতা ও মাদ্রাসার ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং একযোগে বহিরাগতদের ধাওয়া দেয়। আত্মরক্ষায় সফিক পালিয়ে গেলেও বহিরাগতরা ধাওয়ার মুখে সফিকের কাপড় ও কসমেটিকস্ দোকানে আশ্রয় নেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা দোকানের সাটার টেনে তালা লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে বেগমগঞ্জ এসপি সার্কেল ও সেনবাগ থানা পুলিশ তিনদিক থেকে ঘেরাও করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মতিন, রাসেল, ইছমাইল, ওবায়েদুল হক, আহছান উল্লা, বেল্লাল, মাসুদ, আলাউদ্দিন, কামাল, জসিম উদ্দিন, নুর মোহাম্মদ সহ ১২ জন বহিরাগতকে উদ্ধার করে। পরে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ বুধবার তাদের জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়।